* উত্তরপ্রদেশঃ কানপুর, মোরাদাবাদ, ইটাওয়া, আগ্রা, মীরাট এবং হাথরাস।
* মধ্যপ্রদেশঃ গোয়ালিয়র, জব্বলপুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভোপাল এবং দেওয়াস।
* রাজস্থানঃ উদয়পুর, ভিলওয়াড়া, কোটা, ভবানীমণ্ডি এবং জয়পুর।
* পশ্চিমবঙ্গঃ হাওড়া, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, সেরামপুর, ইকিয়া ও শ্যামনগর।

**তুলা শিল্পের সামনে চ্যালেঞ্জ**

1. **কাঁচা তুলার অভাবঃ** দেশভাগের ফলে ভারতীয় সুতি বস্ত্র শিল্প অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কারণ বেশিরভাগ প্রধান তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। যদিও কাঁচা তুলার উৎপাদন উন্নত করার জন্য অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে এর সরবরাহ সবসময় চাহিদার তুলনায় কম হয়েছে। ফলস্বরূপ, দীর্ঘস্থায়ী প্রধান তুলার চাহিদার বেশিরভাগই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়।
2. **অপ্রচলিত যন্ত্রপাতিঃ** বেশিরভাগ টেক্সটাইল কলগুলিতে অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি রয়েছে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং গুণগত মান খারাপ হয়। উন্নত দেশগুলিতে 10-15 বছর আগে যে টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছিল তা পুরানো এবং অপ্রচলিত হয়ে গেছে, যেখানে ভারতে প্রায় 60-75 শতাংশ যন্ত্রপাতি 25-30 বছরের পুরনো।
3. **অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহঃ** বেশিরভাগ সুতি বস্ত্র কলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত যা উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
4. **শ্রমের কম উৎপাদনশীলতাঃ** কিছু উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। জাপানে গড়ে 30টি তাঁত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 60টি তাঁতের তুলনায় ভারতে গড়ে একজন শ্রমিক প্রায় 2টি তাঁত পরিচালনা করেন।যদি একজন আমেরিকান শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা 100 হিসাবে ধরা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা হল U.K এর জন্য 51. জাপানের জন্য 33 এবং ভারতের জন্য মাত্র 13।
5. **ধর্মঘটঃ** শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট সাধারণ ঘটনা, কিন্তু শ্রমিক বাহিনীর ঘন ঘন ধর্মঘটের কারণে সুতির বস্ত্র শিল্প অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 1980 সালে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট সংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। সরকারের এই উপলব্ধি করতে এবং সংগঠিত ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে প্রায় 23 বছর সময় লেগেছিল।
6. **কঠোর প্রতিযোগিতাঃ** ভারতীয় তুলো কল শিল্পকে পাওয়ারলুম এবং হ্যান্ডলুম সেক্টর, সিন্থেটিক ফাইবার এবং অন্যান্য দেশের পণ্য থেকে কঠোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়।
7. **অসুস্থ কলঃ** উপরের কারণগুলি এককভাবে বা একে অপরের সাথে কাজ করার ফলে অনেক অসুস্থ কল তৈরি হয়েছে। প্রায় 177টি কলকে অসুস্থ কল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 1975 সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন অসুস্থ কলগুলি এড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে এবং 125টি অসুস্থ কলগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

**ভারতে তুলা শিল্পের গুরুত্বঃ**

ভারত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সুতি বস্ত্র উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। এই শিল্প দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। ভারতের প্রায় 20 শতাংশ শিল্প শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত।সুতির বস্ত্র শিল্প দেশের বৃহত্তম সংগঠিত আধুনিক শিল্প হিসাবে রয়ে গেছে।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* **তন্তু বিপ্লবঃ** দেশে তুলা উৎপাদন বাড়াতে সরকার রৌপ্য তন্তু বিপ্লব চালু করেছে।
* **ক্লাস্টারঃ** তুলো উৎপাদনকারী শহর লখনউ, সুরাট, কচ্ছ, ভাগলপুর এবং মহীশূরে মেগা-টেক্সটাইল ক্লাস্টার স্থাপন করা হয়েছে।
* **জাতীয় বস্ত্র নীতিঃ** ভারতে জাতীয় বস্ত্র নীতি পর্যালোচনার জন্য অজয় শঙ্কর কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
* **অজয় শঙ্কর কমিটিঃ** ভারতে জাতীয় বস্ত্র নীতি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
* **তুলা নিয়ে প্রযুক্তি মিশনঃ** তুলা শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন বাড়ানোর জন্য তুলা নিয়ে প্রযুক্তি মিশন চালু করা হয়েছিল। কীটপতঙ্গ এবং কম উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিটি তুলা চালু করা হয়েছে।
* **এফডিআইঃ** সরকার স্বয়ংক্রিয় রুটের আওতায় এই খাতে 100% এফডিআই-এর অনুমতি দিয়েছে।
* **একটি জাতীয় প্রযুক্তিগত টেক্সটাইল মিশনঃ** মিশনটি 2020-21 থেকে 2023-24 সময়কালের জন্য প্রস্তাবিত।
* **সংশোধিত প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প** (এ-টিইউএফএস) এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল 35 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। 2022 সালের মধ্যে 95,000 কোটি টাকা।
* **ইন্টিগ্রেটেড উল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম** (আইডাব্লুডিপি) 2017-18 এবং 2019-20 সালে গুণমান বৃদ্ধি এবং উত্পাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে উল সেক্টর থেকে শুরু করে শেষ গ্রাহক পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করে।
* **বস্ত্র ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনাঃ** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি (সিসিইএ) বস্ত্র ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে।